ঈদুল আযহা ২০০৩

ফ্যাশন ক্যাটালগ

যখন ঈদ ফ্যাশন ক্যাটালগের এই লেখা হচ্ছে তখন দেশের ওপর দিয়ে যাচ্ছে শীতের তীব্র প্রবাহ। ঈদুল আজহার কেনাকাটা শুরুতে হয়তো এ শীত থাকবে না। নইলে ঈদ বাজারে শীতের প্রভাব পড়তো ভালো ভাবে। অর্থাৎ রোজার ঈদের পোশাক বাজারে এই ক'বছর যেমন ছিল শীত নিয়ন্ত্রিত এবারও তাই ঘটতো!

মাঘ শেষে তখন বসন্ত বাতাস বইতে শুরু করবে। পলাশ ফুটবে। নগর মধ্যবিত্তের ফেব্রুয়ারির মেলা বসবে। গ্রামগঞ্জেও শুরু হবে বিভিন্ন মেলা, আড়ং। এ সময়টা বাঙালির উৎসবেরই সময়। এরই মধ্যে চান্দ্র মাসে আবর্তিত ঈদের উৎসব নতুন মাত্রা যুক্ত করবে এই আনন্দে।

এর মধ্যে আসবে ভ্যালেন্টাইন ডে। ভালোবাসার দিন।

এই সময়ের প্রভাব কতটুকু পড়বে পোশাকের রঙে বা গঠনে? প্রেমিকার জন্য যে উপহার কিনবে প্রেমিক তার রঙ কেমন হবে? একুশের জন্যে ছেলেদের পাঞ্জাবিতে চাদর থাকবে? রঙ কনট্রাস্ট থাকবে কি? হ্যাঁ, এই উজ্জ্বল মাসের উৎসবের বর্ণাঢ্যতা থাকবে খুব স্বাভাবিক কারণে। তবে উৎসব পোশাকের বর্ণাঢ্যতা, গ্রীষ্মের উজ্জ্বলতা এক নয়। উৎসব পোশাকে রঙ গভীর হবে, হবে ঝলমলে। এ সময় রাতের সামাজিক অনুষ্ঠান বেশি বলে গাঢ় রঙের প্রাধান্য দেখা যায়। কালো, পোড়া লাল থেকে উজ্জ্বল সরিষার বাহার দেখা যাবে। দেখা যাবে উজ্জ্বল নীলের ওপর রঙের বিন্যাস। হাতের কারুকাজ, ব্লক বা টাইডাইয়ের শেড। শেড থাকবে স্প্রে রঙেও।

বসন্ত, একুশ, ভালোবাসা দিবস, সান্ধ্য অনুষ্ঠান ও মেলা মিলে-মিশে বাজারকে করে তুলবে বহুমাত্রিক।

সাধারণত ঈদুল আজহার ঈদে পোশাকের ক্ষেত্রে জাঁকজমকের থেকে হালকা পোশাকের ব্যবহার দেখা যায়। পোশাকের রঙের ট্রেন্ডের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য না করা গেলেও ডিজাইনে ছিল বৈচিত্র্য। রঙের মধ্যে গাঢ় রঙের সঙ্গে উজ্জ্বল রঙ চোখে পড়েছে। কামিজের ক্ষেত্রে হেম লাইন আরো কমেছে। শাড়িতে এসেছে চওড়া পাড়। ফিউশনে লক্ষ্য করা গেছে ডিজাইনের অভিন্নতা। বছরের শুরুতে ঈদ হওয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ডিজাইনে এনেছে পরিবর্তন। বছর শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ঈদকে মাথায় রেখেই পোশাকের চাহিদার পাশাপাশি নিজস্ব ট্রেন্ডকে ধরে রাখতে ব্যস্ত ছিল প্রতিষ্ঠানগুলো।

মোট ৪টি বিভাগে পোশাক জমা নেয়া হয়েছিল। বিভাগগুলো ছিল শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, পুরুষদের বিভাগ ও ফিউশন।

শাড়ি

শাড়ির ক্ষেত্রে আমরা আগেই আলোচনা করেছি আঁচলের চেয়ে পাড়ের প্রতি একটা আলাদা চাহিদা ছিল ক্রেতাদের। সাধারণত কোরবানির ঈদে খুব একটা দামী শাড়ি ক্রেতারা কেনেন না। হালকা ধরনের অর্থাৎ ফ্যাশনেবল ধাঁচের ডিজাইনে নতুনত্বের দিকেই নজর দেওয়া হয়েছে। একুশকে সামনে রেখে সুতি কাপড়ের এই প্রাধান্য। পাশে থাকবে সিল্ক ও ক্রেপ জর্জেটের বাজার উৎসব সন্ধ্যার জন্য।

শাড়িতে ব্লক, ব্রাশ প্রিন্ট, হ্যান্ড পেইন্ট ও স্প্রের চল দেখার মতো। সিল্ক শাড়িতে ব্লক প্রিন্ট হাজার বুটি ও ডলারের কাজ প্রাধান্য পেয়েছে বেশ। টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়িতে মানানসই ব্লক প্রিন্টের কাজ।

বাহারি রঙের সঙ্গে গাঢ় রঙ ও শাড়িতে কারুকাজ থাকবে এবারের ঈদুল আজহার আকর্ষণ। ডিপ রঙের ওপর ব্রাশ প্রিন্ট ও হ্যান্ড পেইন্ট লক্ষ্য করা গেছে।

সালোয়ার-কামিজ

এবারের ঈদের সালোয়ার-কামিজের পোশাকে ব্লক, স্প্রে, হ্যান্ড পেইন্টেরও চাহিদা থাকবে। ফ্লোরাল মোটিভের মেশিন এমব্রয়ডারি, চুমকির সিকোয়েন্স ও জরির কাজের বাজার থাকবে জমজমাট।

স্লিভলেস কামিজে ডিজাইনাররা তেমন একটা জোর দেননি। তবুও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান একটু ভিন্ন ডিজাইনে স্লিভলেস শর্ট কামিজকে তাদের ফ্যাশনের আওতায় এনেছেন।

কিছু সালোয়ার-কামিজের কলার ও হাতে পাইপিং লক্ষ্য করা গেছে। পোশাকের কারুকাজে তেমন একটা জাঁকজমক না থাকলেও রঙে বর্ণাঢ্যতা দেখার মতো।

পুরুষ বিভাগ

পুরুষ বিভাগে বরাবরই পাঞ্জাবির চাহিদার শীর্ষে। তবে পাঞ্জাবির সঙ্গে শালের প্রচলন তেমন একটা দেখা যায়নি। এতে দাম কমবে। দামের ধাপটি তেমনভাবে আলোচনায় আসেনি বলে গাঢ় রঙের পাঞ্জাবির প্রতি

দর্জি বুটিক

সাপ্তাহিক ২০০০ ঈদুল আজহা ফ্যাশন ক্যাটালগের পোশাকগুলো পরেছেন

লাক্স ফটোজেনিক : মিলা, জেসি, কুসুম, দীপ্তি, টিনা, চৈতি, সাজিয়া।

মডেল তারকা : প্রেমা, অনি, সাবা, সুজানা, প্রিয়াংকা, সিনথিয়া, তামান্না, স্বাতী, নয়ন, শারমিন, মিথীলা রিমা, লিওনি, জিয়া, আসিফ, মিঠু, অলি, রিয়াদ, দিপন, সাগর ও সানবিম।

আলোকচিত্রী : তুহিন হোসেন

গ্রাফিক্স : নূরুল কবীর, কনক আদিত্য

তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা : কাসতান ও চঞ্চল

আয়োজন সহকারী : নাজিয়া, কাসফিয়া, নীলা ও শর্মী

সমন্বয়কারী : পলা আজিজ ও শেখ মনজু

প্রধান সমন্বয়কারী : সাশা চৌধুরী

ক্যাটালগে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা

পারফেক্ট : টি.এম.সি ভবন, ৫২, নিউ ইস্কাটন রোড।
ফোন : ৮৩১৯৬৬৭, ৮৩১২৩৮৪

কারিতাস : ১/সি, ১/বি, পল্লবী, মিরপুর- সাড়ে ১১।
ফোন : ৯০০১৪৯৯, ০১৭১ ৬৭৭১৫২

গ্রামীণ ফ্যাশন বাজার : প্লট-৪, ব্লক-ক, সেকশন-৬, মেইন রোড-১, মিরপুর।
ফোন : ৯০১২৫২৭, ০১৭১২৮৩৩৪০

সাজি : ২/৪৭ ইস্টার্ন প্লাজা, হাতিরপুল। ফোন : ৮৬২২১৪৮

বাংলার মেলা : বাড়ি-১৫৫/ই, রোড নং-১১, বনানী, শ্রুতি টাওয়ার, মিরপুর প্রধান সড়ক।
ফোন : ৯০১২০৭৭, ০১১৮১১৪৪০

ঈ : বাড়ি-২, রোড-৪, ব্লক-এ, সেকশন-৬, মিরপুর।
ফোন : ৮০২৩৪৬৪

অঞ্জন'স : সোবাহানবাগ, রাইফেল স্কয়ার, বনানী, সিদ্ধেশ্বরী।
ফোন : ০১৭১৬০৬১৪৪, ০১৭১৬৩৩৯১১, ৮৩১৯২৭৮, ০১৭১৪৫৪৮৫৫

আবর্তন : ৪৪, আয়শা শপিং কমপ্লেক্স, শুক্রাবাদ টাওয়ার, ধানমন্ডি। ফোন : ০১৭১৬৭১৭৬৫

ঊষা সিল্ক : এ-২৩৫ সপুরা, রাজশাহী, ফোন : ৭৬০২২৭, ৭৬০৯৯৮

প্রিমিয়ার টেক্সটাইল : মৌচাক মার্কেট, (৪র্থ তলা), নিউমার্কেট, চট্টগ্রাম। ফোন : ৭৪১৮৩৩০

দেশকারু : ৩৩৩, এলিফ্যান্ট রোড। ফোন : ৯৬৬৩৮৫৬

কালার ক্রিয়েশন : ৮৯, পুরানা পল্টন লাইন। ফোন : ৯৩৩৪১৬৪

চিলেকোঠা : ১০৬/৩, মনেশ্বর রোড, ঝিকাতলা।
ফোন : ০১৭১০২৩৭১

লিলি'স : বাড়ি- ১০৮, রোড-৯/৩ ধানমন্ডি।
ফোন : ৮১১১১২৩, ০১৯৩৮৫৮১৯

কে-ক্রাফট : বনানী, ধানমন্ডি, মালিবাগ, সোবাহানবাগ।
ফোন : ৯১৩১৩৬৬, ০১৭১৬৭০৪৪৪, ০১৭১৬০৭৪৭৭

এম-ক্রাফট : বেইলি রোড, গুলশান, উত্তরা।
ফোন : ৯৩৫২৮৭৬, ৯৮৯৩৫৩২

নিপুণ : ৩৮, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট কাঁঠাল বাগান।
ফোন : ৯৬৬১৫৬৯, ৯৬৬৫১২১

সামার হলিডেস : বাসা-২, রোড-১০, ব্লক-ই, বনানী।
ফোন : ৯৮৯১০৮২, ৯৮৯১০১৮

আড়ম্বর : রাপা প্লাজা, এআরএ সেন্টার। ফোন : ০১৭১৫৬৭৫৪৯, ৭২১৫২৩৫

পল্লীমা : ২৪০ লাকী প্লাজা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০৩১-৭২৭৬৩০, ৬৫৭৬৩৬, ০১৭১৮৬১৩৭২

ওজি : মৌচাক মোড়, সোবাহানবাগ, নাভানা টাওয়ার, রাইফেল স্কয়ার, বনানী।
ফোন : ৯৩৫০৭৪৪

অঞ্জলী : ৪৪/২, নূরমহল, লেক সার্কাস, কলাবাগান,
ফোন : ৯১৩৬৭৬১, ০১৮২৮১৮০০

নির্ঝর : ১৩, মোহাম্মদিয়া সুপার মার্কেট, সোবাহানবাগ।
ফোন : ০১৯৩৪৬০৮৮

জয়নাব বুটিক'স : বাড়ি-৯৭/এ, রোড-৭, ব্লক-এফ, বনানী।

অরীত্র : ৯৬, পাঁচলাইশ, জাকির-আয়শা ম্যানশন, চট্টগ্রাম।

এ.বি ফ্যাশন মেকার : ২৮, মিরপুর, গোল্ডেন গেইট।
ফোন : ৯৬৬৫১০২, ০১৯৩১১৫২৮, ০১৭১-২৪৪৬৫৫

কারুসূচী : ২৫৫, নিউ সার্কুলার রোড, মালিবাগ।
ফোন ৯৩৩৩৯৭৩, ০১৭১৩০৩৪৯৩

শীতল বাবুল গার্মেন্টস : ৩৯৩/২৪, গাউসিয়া মার্কেট, ৩য় তলা, ঢাকা। ফোন : ৯৬৬৩৫৯৬

আলেয়া ফ্যাশন : ৭৩/বি, সেন্ট্রাল রোড, ধানমন্ডি।
ফোন : ৯৬৬৪৯৭৭

গ্রামীণ পোশাক : প্লট-৩৫, সড়ক-৪, ব্লক-এফ, সেকশন-১, মিরপুর। ফোন : ৯০১৫৬৫১, ০১৭১২২৭০২০

নবরূপা : ৩/১২, মিরপুর রোড, লালমাটিয়া। ফোন : ০১৮২১৩৪৫৮

নামিরা'স : ২ জে এন্ড জে মেনসন, রোড-১৩, ধানমন্ডি,
ফোন : ৯১৪২৩০০, ৮১২৪৮২১, ০১৭১৬৭৮৪৮৫

গ্লোসী : ৩৬, কে.বি ফজলুল কাদের রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। ফোন : ০৩১-৬৫৭৬৩৬

কুমিল্লা : খাদি ৮৫/৩, আয়শা শপিং কমপ্লেক্স, নিউ সার্কুলার রোড। ফোন : ৯৩৪৫৪৮৬

দর্জি বুটিক : বাড়ি-২২৩, লেন-১৫, মহাখালী নিউ ডিওএইচএস।
ফোন : ৯৮৮৪৭৯৭, ৮৮১২৭৮৬, ০১১৮১১৪৪১

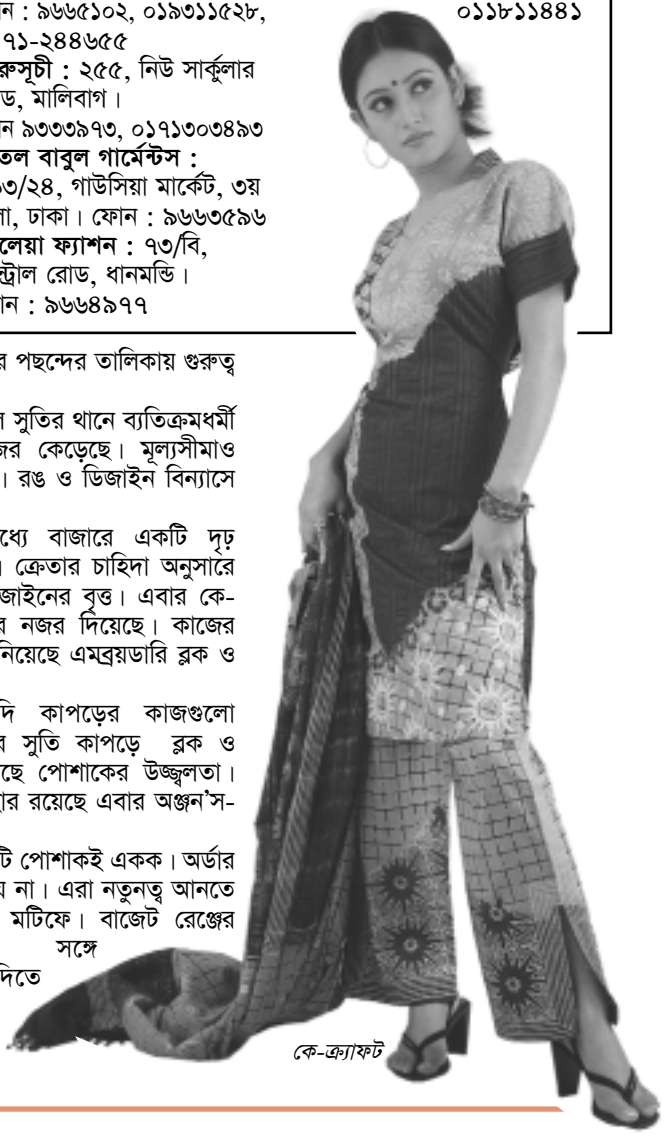

কে-ক্রাফট

দৃষ্টি দিয়েছিল বুটিক হাউজগুলো। পাশে ঘন কারুকাজ ছিল পাঞ্জাবির মধ্যে। পাঞ্জাবির পাশাপাশি শার্ট, ফতুয়া। প্যান্টের সঙ্গে দেশী কাপড়ে ফতুয়া ফ্যাশন হিসেবে দেখা যাচ্ছে।

ফিউশন

ফিউশনে টাই এন্ড ডাই ও সলিড মেটেরিয়ালের কাজ লক্ষণীয়, কালার ম্যাচিং ও কাট-এ ছিল নতুনত্বের ছোঁয়া। আবার কোনো কোনো পোশাকের সামনের অংশে ছিল প্রিন্টেড ডিজাইন। এবার ফিউশনে নতুন বলতে ফতুয়ার ট্রেন্ড লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা ছেলে-মেয়ে সবাই ব্যবহার করতে পারবে।

এই ক্যাটালগের সঙ্গে এবার সংযুক্ত হয়েছে অনেক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। প্রতিযোগিতা থাকে না বলে প্রতিষ্ঠানও হয় নিয়ন্ত্রিত। তবে রোজার ঈদের মতো ঈদুল আযহার ঈদেও তারা তাদের প্রতিষ্ঠানকে সাজিয়েছেন নতুনত্ব, ডিজাইন ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা। এবার জানা যাক তারা কে কি করেছেন।

টেক্সটাইলের শাড়ি এখন বেশ জনপ্রিয়। পারফেক্ট টেক্সটাইল প্রিন্টেড শাড়ির সঙ্গে সুতোর কাজ করা শাড়ি তৈরি করে বাজারজাত করছে। পারফেক্ট টেক্সটাইল মূল্যসীমা ক্রেতার আয়ত্তের মধ্যে পড়ে বলে ক্রেতার পছন্দের তালিকায় গুরুত্ব পায়।

প্রিমিয়ার টেক্সটাইল সুতির থানে ব্যতিক্রমধর্মী ব্লক দ্বারা ক্রেতার নজর কেড়েছে। মূল্যসীমাও নাগালের মধ্যে রয়েছে। রঙ ও ডিজাইন বিন্যাসে রয়েছে নতুনত্বের ধাঁচ।

কে-ক্রাফট ইতিমধ্যে বাজারে একটি দৃঢ় অবস্থান তৈরি করেছে। ক্রেতার চাহিদা অনুসারে তারা তৈরি করেছে ডিজাইনের বৃত্ত। এবার কে-ক্রাফট জর্জেটের ওপর নজর দিয়েছে। কাজের মিডিয়া হিসেবে বেছে নিয়েছে এমব্রয়ডারি ব্লক ও হ্যান্ড পেইন্ট।

অঞ্জন'স-এর খাদি কাপড়ের কাজগুলো ভিন্নধর্মী। গাঢ় রঙের সুতি কাপড়ে ব্লক ও এমব্রয়ডারি করে এনেছে পোশাকের উজ্জ্বলতা। নতুন ডিজাইনের সমাহার রয়েছে এবার অঞ্জন'স-এ।

দর্জি বুটিকের প্রতিটি পোশাকই একক। অর্ডার না হলে দ্বিতীয় কপি হয় না। এরা নতুনত্ব আনতে চায় রঙে, কম্বিনেশনে মটিফে। বাজেট রেঞ্জের সালোয়ার-কামিজের সঙ্গে শাড়িতেও জোর দিতে চাচ্ছে।

বাংলার মেলা

ক্রেতার চাহিদার কাছে নতুন কোনো নাম নয়। এই প্রতিষ্ঠানটি সব সময় ক্রেতাদের পছন্দসই পোশাক তৈরি করে। বাংলার মেলা সুতি কাপড়ের ভ্যারাইটিস পোশাক বাজারে ছেড়েছে এবারের ঈদে ।

নিপুণ এক সময় এককভাবে দেশী তাতের কাপড় নিয়ে এগিয়েছিল। এখন সেই কাফেলায় অনেকে যোগ হয়েছে। সময় পার হয়েছে ২৫ বছর। নিপুণ তাদের নিজস্ব ডিজাইনের বিভিন্ন বয়সের ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে আসছে ক্রমান্বয়ে। নিপুণ বেশিরভাগ সময়ে এপ্লিক, মেশিন এমব্রয়ডারি ও নকশি কাঁথার কাজ করে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নতুন করে নিপুণের চাহিদা বাড়ছে।

সামার হলিডেসের পোশাক বেশ সাড়া জাগাতে পেরেছে ক্রেতাদের কাছে। এদের হ্যান্ডপেইন্ট ও ব্লকের পোশাক দামের দিক থেকে আওতার মধ্যে। শীতের জন্যে সামার হলিডেস গাঢ় রঙগুলো বেছে নিয়েছে তাদের রঙের তুলিতে।

ওজি ফ্যাশনে নিজস্ব ধারা বজায় রেখে ক্রেতা সাধারণের কাছে বুটিক শপ হিসেবে নিজেদের পরিচয় করিয়েছে। শুরু থেকেই ওজির পোশাক ক্রেতারা স্বাচ্ছন্দ্যেই বেছে নেন। এবারের ঈদ বাজারে ওজির পোশাক তৈরি করা হয়েছে ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী।

নির্ঝর এবারের ঈদে মসলিন ও টিস্যুর ওপর স্প্রে, বাটিক ও জরির কাজ করে তৈরি করেছে পোশাক। এবারের গাঢ় রঙ সমাহার ঘটাবে।

বাংলার মেলা

কোরবানির ঈদে ক্রেতারা সাধারণত একটু কম বাজেটের হালকা ডিজাইনের পোশাক কিনতে চায়। এবি ফ্যাশন মেকার সেই কথা চিন্তা করে ক্রেতাদের পছন্দসই পোশাক ছেড়েছে এবারের ঈদ বাজারে।

গ্রামীণ ফ্যাশন বাজার নিজস্ব স্টাইল নিয়ে এবারের ঈদে পোশাক বের করেছে। যা ক্রেতা সাধারণের আওতাধীন।

আবর্তন এবারের কোরবানির ঈদে পোশাকের বৈচিত্র্য এনেছে। সালোয়ার-কামিজে ইয়ক বসিয়ে সঙ্গে ব্লক বাটিক করে পোশাকে এনেছে নান্দনিকতা।

তাঁতের কাপড়ের ওপর হালকা ডিজাইনের কম মূল্যের পোশাকের বেশ চাহিদা রয়েছে ক্রেতাদের মাঝে। এক্ষেত্রে দেশ কারুপণ্য ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে পেরেছে।

লিলিস-এর পোশাক এবারের ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম, ঈদকে সামনে রেখে লিলিস তার নিজস্ব ডিজাইনে পোশাক তৈরি করে থাকে।

জয়নাব ফ্যাশন বাজারে একটি নতুন বুটিকশপ। পোশাকের ডিজাইন ছিল দর্শনীয়। উচ্চবিত্তের নাগালের মধ্যে এখানে সুদৃশ্য পোশাক পাওয়া যায়।

ঊষা সিল্ক শুধু সিল্কের কাপড় তৈরি করে না। বরং শাড়িতে হ্যান্ডপেইন্ট, ব্লক ডলার ব্যবহার করে শাড়ি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সিল্ক শাড়ি ফ্যাক্টরি দামে শো-রুমে পাওয়া যায়।

সুতিতে নিখুঁত ব্লকের ড্রেস তৈরি করে কালার ক্রিয়েশন। ডিজাইনে নিজেদের একটি বৈশিষ্ট্য তারা তৈরি করেছেন।

শাড়ির জগতের নতুন ভান্ডার এম-ক্রাফট। এম-ক্রাফটের সুতির শাড়ি আকর্ষণীয় করে তুলেছে নিজেদের বৈশিষ্ট্যে।

গ্রামীণ পোশাক বরাবরই নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে বাজারে ও ক্রেতাদের মাঝে। ঈদে গ্রামীণ পোশাকে রয়েছে নিত্যনতুন ডিজাইনের পোশাক।

শীতল বাবুল গার্মেন্টসের পোশাক এবারের ঈদে বাজারে বেশ সমাহার রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ভরাট কাজের থ্রিপিস বেশ তৈরি করেছে।

আড়ম্বরে পাবেন এপলিক হাতের কাজের শাড়ি। অঞ্জলি বুটিক'স-এ পাওয়া যায় সুলভে সালোয়ার-কামিজ। নতুনত্ব ও বাজেটের মধ্যে ব্লক টাইডাই, স্প্রের শাড়ি ও সালোয়ার-কামিজ

প্রচ্ছদ পরিচিতি

১। মিলা পরেছেন দর্জি বুটিক-এর পোশাক
২। প্রেমা পরেছেন প্রিমিয়ার টেক্সটাইল-এর শাড়ি
৩। কুসুম পরেছেন কে-ক্র্যাফট-এর থ্রি-পিস
৪। দীপ্তি পরেছেন বাংলার মেলা'র পোশাক

পাওয়া যায় কারুসূচিতে। আলেয়া ফ্যাশনে এবার টাইডাই পোশাক পাবেন।

কুমিল্লা খাদি ভবন ছেলেদের জন্য তৈরি করেছে রঙিন পাঞ্জাবি। বিভিন্ন শেডে এখানে আকর্ষণীয় পাঞ্জাবি যাওয়া যায়।

কারিতাস বিশেষভাবে সিল্কপ্রিয়দের কাছে বেশ আকর্ষণীয়। এবার কারিতাস সিল্কের ওপর একটু গাঢ় রঙের ডিজাইনের পোশাক বাজারে ছেড়েছে।

শাড়িপ্রেমীদের জন্য সাজি অতুলনীয়। এখানে সব ধরনের ও সব রেঞ্জের শাড়ি পাওয়া যায়।

ঈ-এ পাবেন সব ধরনের সুতি ও সিল্কের শাড়ি। শাড়ি ছাড়াও সালোয়ার কামিজও পাওয়া যায়।

চিলেকোঠায় পাবেন হ্যান্ডপেইন্টসহ ব্লকের সুতির শাড়ি। চিলেকোঠার শাড়িতে শিল্পীর হাতের ছোঁয়া পাবেন।

চট্টগ্রামে ৩টি বুটিক হাউজ রয়েছে। পল্লীমা, অরিএও গ্লোসি পোশাকের দিক দিয়ে ক্রেতাদের মাঝে বেশ সাড়া পেয়েছে। পল্লীমাতে টাঙ্গাইলের সুতি পাওয়া যায়। অরিত্র ও গ্লোসিতে সালোয়ার-কামিজ রয়েছে। দামের দিক দিয়েও এই ৩টি প্রতিষ্ঠান গ্রহণীয়।

যানজট সব সময় থাকে তবে এই ঈদে গরুর হাটের কারণে ভিড় বেড়ে যায়। তাই আপনার বাজার করার জন্য এই ক্যাটলগ সহায়ক হবে। ঘরে বসে পছন্দ করুন পোশাক। চলে যান সোজা, ঘোরাঘুরির জন্য সময় ব্যয় হবে না।

ভ্যালেন্টাইন ডে-তে
প্রিয় তারকাকে শুভেচ্ছা জানাতে হলে
দেখুন ৭০ পৃষ্ঠায়

আলেয়া ফ্যাশন'স-এর সুতি টাইডাই সেটটির দাম ৬৫০ টাকা
তসরের উপর কারচুপি করা ড্রেসটি **গ্লোসী**'র। দাম ১৬৫০ টাকা
জর্জেট হ্যান্ড পেইন্ট ড্রেসটি **কারুসূচীর**। দাম ৮৭৫ টাকা
সুতিতে ব্লক প্রিন্ট ড্রেসটি **অঞ্জলী বুটিক**-এর। দাম ৮০০ টাকা
আড়ম্বর-এর সুতি শাড়িতে এপলিক করা। দাম ১১৫০ টাকা